উদ্দেশ্যাবলী

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও নীতি-আদর্শের প্রতি যুবদের মাঝে সচেতনতা ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি এবং একই সাথে যুবদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

- যুবদের ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত বাস্তবমূখী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

- স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি যুবদেরকে বিশেষ করে বেকার যুবদেরকে উৎসাহিত করা ও তাদের অন্তর্নিহিত সকল সম্ভাবনাময় গুণাবলী বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

- জাতীয় উন্নয়নের মূলধারার সাথে অংশীদার হিসেবে সম্পৃক্ত হওয়ার মত যুবদেরকে পড়ে তোলা।

- গৌরবময় সকল ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি সচেতনতাসৃষ্টিসহ যুবদেরকে নৈতিক অবক্ষয় ও বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করে নৈতিক ও সমাজ গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা এবং অপরাধমূলক সকল কার্যক্রম থেকে যুবদেরকে নিবৃত্ত রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

- স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে উৎসাহিত হওয়ার জন্য যুবদেরকে সহায়তা করা এবং জাতীয় সেবামূলক বিভিন্ন কাজে যেমনঃ ঠিকাদান, বৃক্ষরোপণ, এইডস ও মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজে যুবদের সম্পৃক্ত করা।

- সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলাসহ সুস্থ বিনোদনমূলক সকল কার্যক্রমে যুবদের অবদান রাখার ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এ ব্যাপারে সকল প্রকার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা।

- তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এর সাথে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার সকল সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা।

- যুব বিষয়ক তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে যুব সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির প্রাপ্তির অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করা।

- ❖ গ্রামীন পর্যায়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে যুবদের যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে যথ্যেপযুক্ত উৎপদানমূখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

- ❖ জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে উন্নয়নের সকল স্তরে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবক ও যুব মহিলাদের সমহারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

- ❖ জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে উন্নয়নের সকল স্তরে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবক ও যুব মহিলাদের সমহারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

- ❖ যুবদের স্বাস্থ্য, মানবাধিকারসহ প্রতিবন্ধী যুবদের সামাজিক অধিকার সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণের লক্ষ্যে যুবদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ সাধনে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

যুব অধিকার

- অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা আশ্রয় ও চিকিৎসসহ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক চাহিদা মেটানোর সুযোগ দেশের প্রতিটি নাগরিকের ন্যায় যুব সমাজেরও থাকবে।

- কর্মের গুণ ও পরিমান বিবেচনা করে আত্মকর্মসংস্থানসহ যুক্তিসংগত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে যুবদের সুযোগ থাকবে।

- যুবদের যুক্তিসংগত বিশ্রাম, সুস্থ বিনোদন ও অবকাশের সুযোগ থাকবে।

- সামাজিক নিরাপত্তা অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি, পঙ্গুত্ব, বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা কিংবা অনুরুপ অন্য কোন পদ্ধতিতে আয়ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারীভাবে সাহায্য/ সহযোগিতা লাভের সুযোগ থাকবে।

- যুবদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ।

যুব দায়িত্ব

- জাতীয় ঐক্য, সামাজিক সংহতি, ঐতিহ্য, সহনশীলতা ও আইন শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

- আত্মোন্নয়ন ও সৃজনশীলতা জোরদার করার লক্ষ্যে নিয়মিত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

- সকল ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করা।
- মহিলা, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবন্ধী ও অবহেলিতদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবার মনোভাব গড়ে তোলা।

- সন্ত্রাস, সামাজিক অবিচার, শোষণ, দুর্নীতি ও অপরাধমুক্ত সুশীল সমাজ সৃষ্টিতে অবদান রাখা।

- সরকার কর্তৃক গ্রহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করা এবং শিল্পায়ন, মৎস্য চাষ, বনায়ন এবং বৃক্ষরোপণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করা।

- কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে কর্মোদ্যমে বিশ্বাসী এবং সৃজনশীল শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখা।

- জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের দূত হিসেবে কাজ করা।

- বর্তমান কাজের মাধ্যমে ভবির্ষ্যৎ প্রজমমের স্বার্থ অধিকার ক্ষুন্ন না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী এবং জাতীয় পর্যায়ের সমস্যা নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মনোভাব গড়ে তোলা।

যুব কার্যক্রম

- একটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শিক্ষা ও ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমতার ভিত্তিতে যুবদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে তৃণমূল ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহে সমন্বিত প্রয়াসের সুযোগ সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

- যুব কর্মসূচি গ্রহণের সময় দারিদ্র্য-সীমার নিচে অবস্থানকারী, সুবিধা বঞ্চিত ও বেকার যুবদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার লক্ষ্যে প্রাপ্ত ও স্থানীয় সম্পদের সুষম বন্টন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

- শ্রমের প্রতিন যুবদের শ্রদ্ধাশীল ও কর্মক্ষমতার উপর আস্থা স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করার প্রক্রিয়া প্রতিটি যুব কর্মসূচির অবিছেদ্য অঙ্গ হবে।

- বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে যুবদের দায়িত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সকল স্তরে যুবদের প্রতিনিধিত্বকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

- যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও সহজতর করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

- বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন/ যুব সমবায় সমিতিসমূহকে সুসংগঠিত এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিবন্ধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- যুব কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত নিবন্ধনকৃত যুব সংগঠনসমূহকে সরকারী আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- এইচআইভি/ এইডস, এসটিডি, মাদক দ্রব্যের কুফল ও এ ধরণের সমস্যার ভযাবহতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং এসব থেকে বিরত থাকার জন্য যুবদের উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে।

- গ্রাম পর্যায়ে যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে যুবদের শহরমুখী অভিবাসন প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ সম্পদ বিকশিত করাসহ ব্যাপক যুব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান অন্বেষী যুবদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন মিডিয়া এবং নিবিন্ধত যুব সংগঠনের মাধামে এ্যাডভোকেসি প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

- প্রত্যেক যুব মহিলার জন্য সমভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্য ও বিনোদনের ব্যবস্থাসহ সকল বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

- যৌবনে পদার্পনোদ্যত বয়সের (Adolescence) প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রকৃত ধারণা দেয়ার নিমিত্ত ঐ বয়সীদেরসহ সমাজের সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সম্পৃক্ত করে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে।

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত শিল্পায়ন, মৎস্য চাষ, বনায়ন ও বৃক্ষরোপণে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠনকে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে।

- যুবদের বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ করে সর্বক্ষেত্রে কম্পিউটার ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ কর্মিবাহিনী গড়ে তোলার জন্য আইটি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

- যুব-নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

- সন্ত্রাস, শোষণ, দুর্ণীতি, অপরাধমুক্ত ভীতিহীন সমাজ সৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার জন্য যুবদের মাঝে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা তৈরীর প্রয়াস প্রতিটি যুব কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

- যুব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসুচি প্রণয়নের কাজে সহায়তা করার জন্য যুব বিষয়ক তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

- দেশের অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন দেশে যুব প্রতিনিধি বিনিময় কার্যক্রম আরো বিস্তৃত ও জোরদার করা হবে।

- দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে যুবদের মাঝে খাস জমি ও বদ্ধ জলাশয় সহজা শর্তে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা হবে।

- দুঃস্থ ও সমস্যাগ্রস্ত যুবদের জন্য যথাসম্ভব আইনী সহায়তা প্রদান করা হবে।

- দেশের যুবদের সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আদমশুমারীকালে যাতে যুব বয়স সীমার (১৮-৩৫) জনসংখ্যার হিসাব আলাদাভাবে নেয়া সম্ভব হয় সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হবে।

- সমাপ্ত-